জাতীয় বাজেট ২০২২–২৩: সারসংক্ষেপ

সড়ক পরিবহন ও সেতু

বাস্তবায়নে

BAMU

Budget Analysis and Monitoring Unit
Bangladesh Parliament Secretariat

কারিগরি সহায়তায়

Funded by
the European Union

সহযোগিতায়: DT Global

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
Centre for Policy Dialogue (CPD)

বাজেট হেল্পডেস্ক ২০২২

Technical Assistance to Support the Implementation of the PFM Reform Strategic Plan in Bangladesh

১। প্রেক্ষাপট এবং বাজেটে সড়ক পরিবহন ও সেতু খাত

দেশে শিল্প ও বাণিজ্য সহায়ক পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার বেশ কিছু মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে, যার মধ্যে পদ্মা সেতু অন্যতম। সরকারের সুদৃঢ় পদক্ষেপের ফলে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ শেষ করা সম্ভব হয়েছে। আগামী ২৫ জুন তারিখে সেতুটি যান চলাচলের জন্য খুলে দেয়া হচ্ছে যার মাধ্যমে রাজধানীর সঙ্গে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হবে।

২০৩০ সালের মধ্যে ঢাকা মহানগরী এবং সংযুক্ত এলাকার যানজট নিরসনে ও গণচলাচল পরিবেশ উন্নয়নে ৬টি মেট্রোরেল লাইনের সমন্বয়ে ঢাকা মাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের আওতায় ১২৯.৯০১ কিলোমিটার (৬৮.৭২৯ কি.মি. উড়াল ও ৬১.১৭২ কি.মি. পাতাল) দীর্ঘ ও ১০৫টি স্টেশন (৫২টি উড়াল এবং ৫৩টি পাতাল) বিশিষ্ট একটি সমন্বিত মেট্রোরেল ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে উত্তরা হতে মতিঝিল পর্যন্ত ২০.১০ কি.মি. দীর্ঘ ও ১৬টি স্টেশনবিশিষ্ট প্রথম উড়াল মেট্রোরেলের নির্মাণ কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

৩.৩২ কি.মি. দীর্ঘ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে এবং ডিসেম্বর ২০২২ এর মধ্যে টানেলটি যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা সম্ভব হবে। এছাড়া হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালি পর্যন্ত র‍্যাম্পসহ ৪৬.৭৩ কি.মি. দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলেছে।

চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর সম্প্রসারণ ও এটিকে বিশ্বমানে উন্নীতকরণের জন্য পতেঙ্গা-হালিশহর উপকূলে বে-টার্মিনালের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে, যা সম্পন্ন হলে চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজের টার্নএরাউনড টাইম ২.৬ দিন হতে কমে ২৪-৩৬ ঘণ্টায় উন্নীত হবে। এছাড়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ১৬ মিটার ড্রাফট এবং ৮,০০০ টিইইউ ধারণ ক্ষমতার কনটেইনার জাহাজ গ্রহণের লক্ষ্যে মাতারবাড়িতে দেশের প্রথম গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ প্রকল্প দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণ কাজ ২০২৩ সালের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বর্তমানে দিনরাত ২৪ ঘণ্টাই কাজ চলছে। কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীত করার লক্ষ্যে রানওয়ে সম্প্রসারণ এবং নতুন টার্মিনাল ভবন নির্মাণ কাজ পুরো দমে এগিয়ে চলেছে।

প্রস্তাবিত ২০২২–২৩ বাজেটে সড়ক পরিবহন এবং সেতু খাতে ৮১,৫১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে যা ২০২১–২২ সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের থেকে ১৫,৬৩৯ কোটি টাকা বেশি। ২০২১–২২ এর সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ ছিল ৬৫,৮৭৯ কোটি টাকা।

২। সড়ক পরিবহন ও সেতু ২০২২–২৩ বাজেট প্রস্তাবনা

প্রস্তাবিত ২০২২–২৩ বাজেটে সড়ক পরিবহন ও সেতু খাতের বরাদ্দ প্রস্তাব মোট বাজেটের ১২ শতাংশ। বরাদ্দের পরিমাণ ২০২১–২২ সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের তুলনায় ২৩.৭ শতাংশ বেশি। সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দের পরিমাণ রাখা হয়েছিল ১১.১০ শতাংশ (লেখচিত্র-১)। মন্ত্রণালয়/বিভাগওয়ারি বরাদ্দের বিবেচনায় সড়ক পরিবহন এবং মহাসড়ক বিভাগের অংশীদারি সর্বোচ্চ (লেখচিত্র-২)।

লেখচিত্র ১: সড়ক পরিবহন ও সেতু ২০২২–২৩ খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা

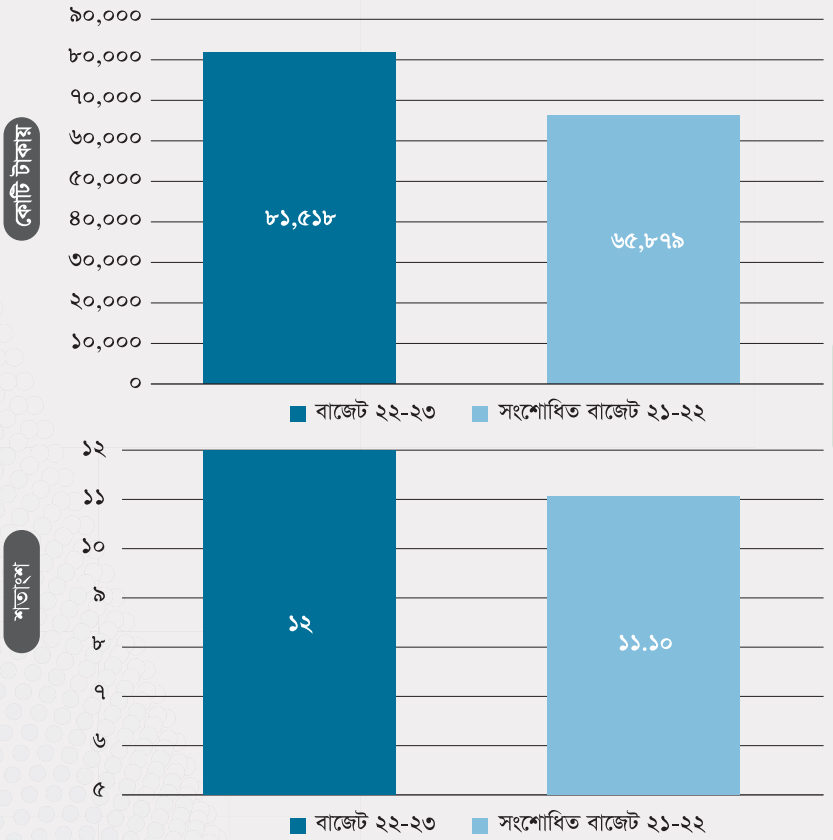

মোট বর্ধিত বাজেটে পরিবহন ও যোগাযোগ খাতের অংশ **১৮.৫%**

তথ্যসূত্র: বাজেট দলিল, ২০২২–২৩, অর্থ মন্ত্রণালয়।

লেখচিত্র ২: সড়ক পরিবহন ও সেতু ২০২২–২৩ খাতে মন্ত্রণালয়ওয়ারি বরাদ্দ

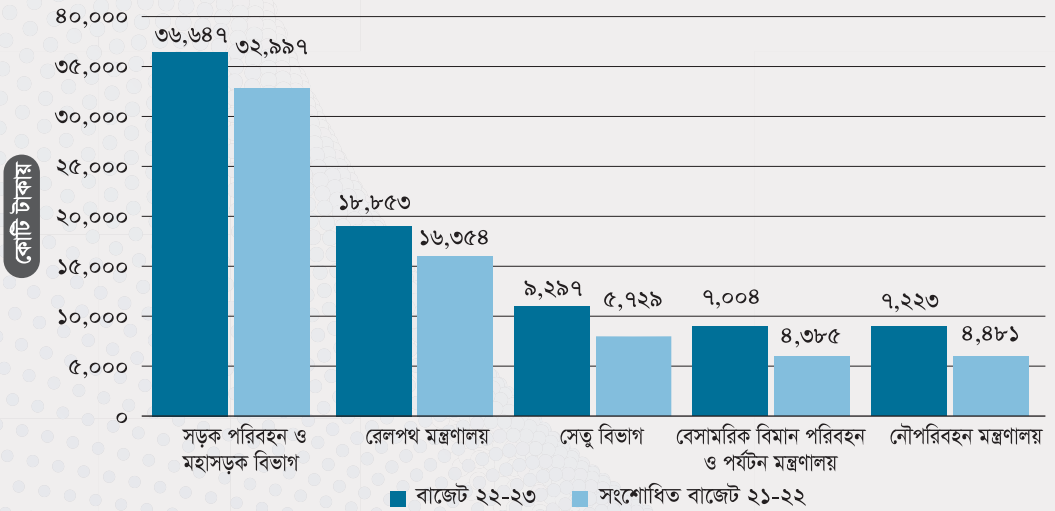

তথ্যসূত্র: বাজেট বক্তৃতা ২০২২–২৩, ৯ জুন ২০২২

৩। বাৎসরিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় সড়ক পরিবহন ও সেতু খাতে বরাদ্দ

বাজেট ২০২২–২৩ এ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সড়ক পরিবহন ও সেতু খাতে মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৬৭,৬৪৬ কোটি টাকা যা উন্নয়ন বাজেটের মোট বরাদ্দের ২৭ শতাংশ। ২০২২–২৩ বাজেটে এ খাতে মোট বরাদ্দের ৮৩ শতাংশ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় করা হবে। এ খাতের উন্নয়ন বাজেটের প্রায় ৬৮ শতাংশের অংশীদারি সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের (লেখচিত্র-৩)।

লেখচিত্র ৩: সড়ক পরিবহন ও সেতু খাতে বাৎসরিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় বরাদ্দ

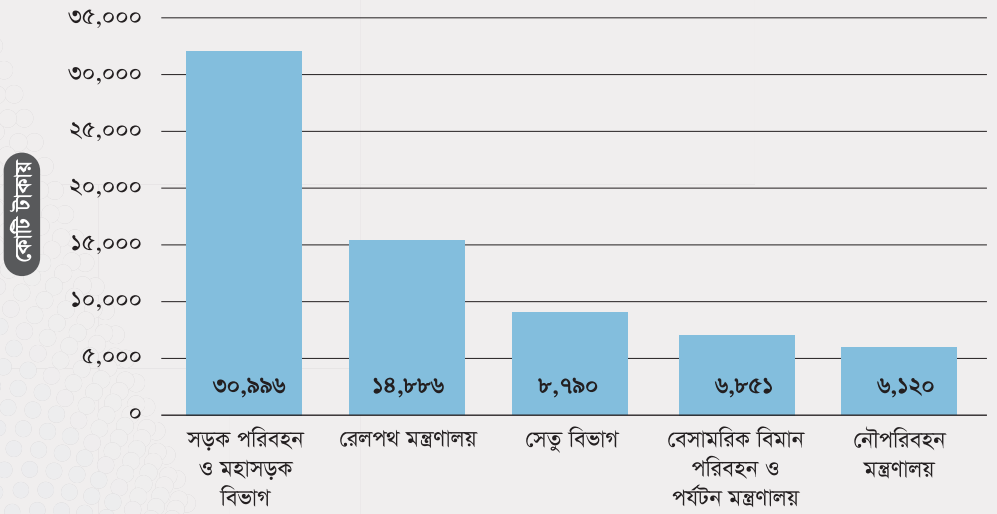

তথ্যসূত্র: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২২–২৩)

৪। উপসংহার

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বাণিজ্য সহায়ক যোগাযোগ উন্নয়ন ও বন্দর উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। রেলপথ খাতে উন্নয়নের মহাপরিকল্পনার আওতায় রেলওয়ের জন্য ৭৯৮.০৯ কি.মি. নতুন রেল লাইন নির্মাণ, বিদ্যমান রেল লাইনের সমান্তরালে ৮৯৭ কি.মি. ডুয়েল গেজ/ডাবল রেল লাইন নির্মাণ, ৮৪৬.৫১ কি.মি. রেল লাইন সংস্কার, ৯টি গুরুত্বপূর্ণ রেল সেতু নির্মাণ, লেভেল ক্রসিং গেইট সহ অনান্য অবকাঠামো উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ কনটেইনার ডিপো নির্মাণ, ওয়ার্কশপ নির্মাণ ও আধুনিকায়ন, ১৬০টি লোকোমেটিভ, ১,৭০৪টি যাত্রীবাহী কোচ, আধুনিক রক্ষণাবেক্ষণ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, ২২২টি ষ্টেশন সিগনালিং ব্যবস্থার মানোন্নয়নসহ রেলওয়ের সার্বিক ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নের জন্য ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বাজেটের সফল বাস্তবায়ন এ লক্ষ্য অর্জনে অত্যন্ত জরুরি।

This printed material was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of DT Global and CPD, and do not necessarily reflect the views of the European Union.